দৈনিক সংবাদ
তারিখ 27 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

শিক্ষা জগতের কথা

সৈয়দ আলী কবীর

কুদরত-ই-খুদা কমিটির রিপোর্টের কথা উল্লেখ করবো। সেখানে সুপারিশ করা হয়েছিল যে, আমাদের দেশে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সার্বজনীন শিক্ষা চালু করা প্রয়োজন হবে। তবে শিক্ষার ব্যয় বহনের জন্য কর আরোপ করতে হবে। যদি দেশে সত্যিকার অর্থে একটা মানসম্মত সার্বজনীন শিক্ষা চালু করা যায়, তাহলে কেউ কর দিতে অনাগ্রহী হবে না। তবে সরকারকে অপব্যয়ের জন্য কেউ কর দিতে রাজি হবে না। এখানেই আমাদের দুর্বলতা। সরকার কর চায়, কিন্তু দায়িত্বহীনভাবে অর্থ ব্যবহার করার অধিকারও চায়।

আমি আজকে আলোচনা করবো স্কুল শিক্ষার কথা। এই উপলক্ষে খানিক বিশ্ব ভ্রমণ করবো। উদাহরণস্বরূপ বলবো যে বাঙালি শিশুরা বিদেশে পড়ালেখায় কেমন করছে ও কোথায় তারা পড়ে। তবে লেখার মূল লক্ষ্য হবে আমাদের দেশের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার একটা আদর্শ তুলে ধরা। আমি মনে করি এই ব্যাপারে আমাদের সুনির্দিষ্ট চিন্তা নেই বলেই আমরা সফল হচ্ছি না। অথচ সফল না হলে আমরা পৃথিবীতে পরবর্তী শতাব্দীতে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকবো না। শিক্ষার অভাবে দেশ পিছিয়ে আছে ও তার অভাবে পরেও পিছে থাকবে।

সুশিক্ষার একটা উদাহরণ দিয়ে আরম্ভ করবো। ইংরেজিতে একটি মেয়ে ছোট্ট কয়েকটি বাক্য লিখেছে। তার নাম তিষনা। আমেরিকায় পড়ালেখা করে। বয়স পাঁচ বছরের কিছু বেশি। তাকে লিখতে বলা হয়েছে একটা বেশ মজার আইডিয়ার ব্যাপারে। শিক্ষক তাকে বলেছেন ধর তুমি একটা টারকি পাখি। তোমার Thanks Giving Day উপলক্ষে খাদ্যবস্তু হবার ইচ্ছা নেই। এই অবস্থায় তুমি কি করবে? সুরসিক তিষনা একটা চমৎকার লেখা লিখে তার শিক্ষককে তাক লাগিয়ে দিল। তার লেখা আমি এখানে তুলে দিচ্ছি।

I would jump over the fence, run into a woods, dig a hole and put up a sing which says 'You may not come in', and when I would be hungry I would come out find seeds and go back into my hole.

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শিশু তিষনা অসাধারণ সুন্দর ইংরেজি লিখেছে। বলা বাহুল্য আমরা আমাদের শিশুদের কাছ থেকে সচরাচর তা আশা করতে পারবো না। কিন্তু আমাদের দেশে একজন মেধাবী শিশু বাংলায় কি এমন অসাধারণ রচনা লিখতে পারে না? তার উত্তর হবে যে, যথার্থ পরিবেশ সৃষ্টি করলে পারবে। বাংলা ভাষা বহু ভাল লেখক সৃষ্টি করেছে। হয়তো তারা শিশু বয়সে সুন্দর লেখা লিখতেন।

আবীর তিষনার প্রায় সমবয়সী। সেও আমেরিকার একটি স্কুলে পড়ে। একদিন স্কুল কর্তৃপক্ষ তার পিতা-মাতাকে জানালেন যে, আবীর একজন সম্ভাবনাময় শিশু (gifted child)। স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে এমন একটা স্কুলে স্থানান্তর করতে চান, যেখানে সম্ভাবনাময় শিশুরা পড়ালেখা করে। এসব স্কুলে পড়ার চাপ অপেক্ষাকৃত বেশি। এই চাপ মাতা-পিতা ছেলে মেয়েদের দিতে চান না। আবীরের মাতা-পিতা তাকে উন্নততর স্কুলে দিতে সম্মত হলেন। মজার কথা যে, আবীরকে যে পরীক্ষা করা হয়েছে, এটা আবীর ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। তাই এই ব্যাপারে বাসায়ও কিছু বলা হয়নি।

আমি তিষনা ও আবীরের পড়ালেখা নিয়ে এত বাখানিয়া করলাম একটি মাত্র কারণে। তারা দু'জনেই সরকারি স্কুলে পড়ালেখা করে। আমেরিকায় প্রায় সব শিশু সরকারি স্কুলে পড়া লেখা করে, তবে তাদের পড়ালেখার জন্য কোন বেতন দিতে হয় না। বই-খাতাপত্র কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করে। তবে সরকারি স্কুল ভাল কি মন্দ তা নির্ভর করে স্কুলে আঞ্চলিক অবস্থানের ওপর। তিষনা ও আবীর যেসব অঞ্চলে বাস করে সেসব অঞ্চলের স্কুল ভাল। অথচ নিউইয়র্ক নগরীর স্কুলের দুর্নাম আছে। সেখানে স্কুলের প্রবেশ পথে metal detector বসানো হয়। দেখা হয় যেনো কোন ছাত্র পিস্তল বা ছুরি নিয়ে স্কুলে যেন প্রবেশ না করে। যারা সচ্ছল, তারা নিউইয়র্কের মত জায়গায় প্রাইভেট স্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়ায়। ব্যাপারটা ভীষণ ব্যয়বহুল। তবে নিউইয়র্ক নগর কেন্দ্রে কর্মরত অনেক সচ্ছল ব্যক্তি নিউইয়র্ক থেকে অনেক দূরে থাকেন ছেলেমেয়েদের ভাল স্কুলে পড়ালেখার সুযোগ করে দেয়ার জন্য।

বাংলাদেশের একজন তরুণী বিলেতে গিয়েছিল উচ্চশিক্ষার জন্য। সঙ্গে তার দু'সন্তান ছিল। তারা সরকারি স্কুলে পড়ালেখা করে। মহিলা দেখলেন যে স্কুলে পড়ালেখার সময় ছেলেমেয়েদের বই ও খাতাপত্র সরকারই সরবরাহ করেন। আমেরিকা ও বিলেত উভয় জায়গায় বিনামূল্যে অথবা অত্যন্ত অল্পব্যয়ে ছাত্রছাত্রীদের লাঞ্চ সরবরাহ করা হয়, তিষনার স্কুলে লাঞ্চ সররাহের জন্য দৈনিক মাত্র দেড় ডলার দিতে হয়।

কেবল বিলেত ও আমেরিকা নয়, ইউরোপ, জাপান ও কোরিয়ার মত দেশেও বিনামূল্যে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে স্কুল অবধি শিক্ষা আবশ্যকীয় ও অবৈতনিক। ইউরোপের বহুদেশে উচ্চশিক্ষাও অবৈতনিক। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পরে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমস্ত ছেলেমেয়ের জন্য শিক্ষাকে আবশ্যকীয় করা হয়েছিল। গত মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশে শিক্ষাকে আবশ্যকীয় ও অবৈতনিক করা হয়েছে। লক্ষ্য হলো দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সার্বজনীন করা।

যে তরুণী বিলেতে তার শিশু সন্তানকে নিয়ে বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য গিয়েছিল, সে একটা অত্যন্ত জরুরি কথা জানালো। বিলেতে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করা হয়েছে। সেখানে বিজ্ঞান চর্চার ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

ও আরো দুটো প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করলো। প্রত্যেকটা ক্লাসের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে, যাতে ছাত্রছাত্রীরা অল্প বয়স থেকে Computer literacy অর্জন করতে পারে। আর স্কুলের একটা ক্লাসে সর্বাধিক বিশজন ছাত্র থাকে। দশজন ছাত্রপ্রতি একজন শিক্ষক রাখা হয়েছে, যাতে ক্লাসের বাইরে শিক্ষক ছাত্রদের নিয়ে নানা রকম দলগত কাজ করতে পারে।

অথচ আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ষাটজন ছাত্রপ্রতি মাত্র একজন শিক্ষক আছে। এই অবস্থায় ভাল পড়ালেখা আদৌ সম্ভব নয়। ফলে ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় কিন্তু সেখানে নামমাত্র পড়ালেখা হয়। কাগজে-কলমে বলা হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুর সংখ্যা প্রসারিত হয়েছে। ছেলেরা, এমন কি মেয়েরা অধিক সংখ্যায় পড়তে যায়। কিন্তু পড়ালেখার চর্চা কি যে হয় তার খবর কেউ রাখে না।

তিষনার পিতা এই শীতে দেশে এসেছে। তাকে বললাম যে, তোমরা সৌভাগ্যবান। তোমাদের ছেলেমেয়েরা বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ পায়। সে আমার কথাটা নাকচ করে দিল। বললো আমেরিকায় প্রত্যেক নাগরিককে করের বোঝা বহন করতে হয়। তারা কর দেয় বলেই তাদের সরকারের কাছে একটা দাবি থাকে যে, তাদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা পাবে। এই প্রসঙ্গ কুদরত-ই-খুদা কমিটির রিপোর্টের কথা উল্লেখ করবো। সেখানে সুপারিশ করা হয়েছিল যে, আমাদের দেশে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সার্বজনীন শিক্ষা চালু করা প্রয়োজন হবে। তবে শিক্ষার ব্যয় বহনের জন্য কর আরোপ করতে হবে। যদি দেশে সত্যিকার অর্থে একটা মানসম্মত সার্বজনীন শিক্ষা চালু করা যায়, তাহলে কেউ কর দিতে অনাগ্রহী হবে না। তবে সরকারকে অপব্যয়ের জন্য কেউ কর দিতে রাজি হবে না। এখানেই আমাদের দুর্বলতা। সরকার কর চায়, কিন্তু দায়িত্বহীনভাবে অর্থ ব্যবহার করার অধিকারও চায়।

বিশ্বব্যাপী সমরাস্ত্রের পেছনে অর্থ অপব্যবহার করার একটা প্রবণতা দেখা যায়। আমি ১৩ই ডিসেম্বরের দৈনিক পত্রিকা 'সংবাদ' থেকে একটা তথ্য সরবরাহ করেছি। রাডার এড়াতে সক্ষম এগারটি বোমারু বিমান তৈরি করার জন্য দু'হাজার চারশ' কোটি ডলার ব্যয় হয়। অথচ এই অর্থ ব্যয় করে তেরো কোটি শিশুকে চার বছরের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া সম্ভব।

অর্থাৎ দেশের মানুষের খাঁটি মূল্যবোধ থাকলে শিক্ষার পেছনে অর্থ ব্যয় করা কোন সমস্যা নয়। প্রশ্ন হলো আমরা কি তা করতে চাই? আমাদের দেশে আর একটি প্রবণতা আছে। শিক্ষার পেছনে ব্যয়কে রাজস্ব ব্যয় বলা হয়। অথচ শিক্ষা (ও স্বাস্থ্য)-র জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তা রাজস্ব ব্যয় হলেও তার চরিত্র ভিন্নরূপ। তাকে অনর্থক ব্যয় বলা হবে দুঃখজনক। অথচ আমরা তারস্বরে চিৎকার করি রাজস্ব ব্যয় কমানোর ব্যাপারে। আর এই অজুহাতে শিক্ষার ও স্বাস্থ্যের মতো প্রয়োজনীয় অঙ্গনকে যথেষ্ট অর্থ সরবরাহ করি না। শিক্ষার জন্য মূলত অর্থ ব্যয় হয়ে যায় বর্তমান কর্মরত শিক্ষকের বেতন দিতে। কিন্তু শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করার কোন প্রচেষ্টা থাকে না ও শিক্ষার জন্য কাঠামোগত ভিত্তি শক্তিশালী করার প্রবণতা থাকে না। অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাড়িঘর থাকে না, বেঞ্চি ও ডেস্ক থাকে না, এমনকি ব্লাকবোর্ডও থাকে না। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ল্যাবরেটরির ব্যবস্থা থাকে না।

বাংলাদেশে বর্তমানে সচ্ছল ব্যক্তিরা ছেলেমেয়েদের ভাল পড়ালেখা করানোর ব্যাপারে আগ্রহী। যেহেতু দেশে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল তাই তাদের দুটো প্রবণতা দেখা যায়। যারা অপেক্ষাকৃত সুলভ স্কুল ব্যবস্থায় ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা করান তারা প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন প্রাইভেট টিউশনির পেছনে। আর যারা চান যে তাদের ছেলেমেয়েরা ভাল ইংরেজি শিখবে, তারা ছেলেমেয়েদের অত্যন্ত ব্যয়বহুল স্কুলে পাঠান, যেখানে শিক্ষা দেয়া হয় ইংরেজির মাধ্যমে। যারা ছেলেমেয়েদের ইংরেজি শিক্ষা দেন তাদের মূল লক্ষ্য হলো তাদের বিদেশে যাবার পথ প্রশস্ত করা। তারা আরো ধরে নিয়েছেন যে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে তাদের সন্তান ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করবে, যা ব্যতীত আধুনিক পৃথিবীতে ভাল রোজগার করা সম্ভব নয়। এইখানে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার আর একটা ট্রাজেডি। আমরা মাতৃভাষায় উঁচুমানের শিক্ষা দিতে অক্ষম হচ্ছি। অথচ জাপান বা কোরিয়ার মত দেশ মাতৃভাষার মাধ্যমে অসাধারণ, সার্থক ও সৃজনশীল মানুষ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের দেশে ছোট একটা শ্রেণীর বেলায় ইংরেজি বিকল্প ভাষা হয়ে উঠেছে। মূলত তারাই ভাল ইংরেজি শিখবে। কিন্তু এভাবে আপামর জনসাধারণের শিক্ষার সমাধান হবে না।

শিক্ষার সঙ্গে আর একটা ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, সে হলো পারিবারিক পরিবেশ। বর্তমানে পারিবারিক পরিবেশের রূপটাও বদলে গেছে। অতীতে পিতা হতেন সুশিক্ষিত, কিন্তু মাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা তেমন থাকতো না। এখন ছবিটা বদলে যাচ্ছে। আজকাল বহু সুশিক্ষিত মাতা দেখা যায় তারা অত্যন্ত শৈশব অবস্থা থেকে নিজেদের সন্তানের শিক্ষার ভার নিয়ে থাকেন। তিষনার পিতা বললেন যে, তার শিক্ষা চর্চার ব্যাপারে মায়ের অসাধারণ অবদান আছে। শৈশব অবস্থা থেকেই তার মা নিজের শিশুকে ইংরেজি ও বাংলায় ছড়া শুনিয়ে এসেছেন। আবীরের বেলায়ও ব্যাপারটা সত্যি। যে কোন সচেতন সুশিক্ষিত মায়ের বেলায় এই ব্যাপারটাই হয়। সচেতন মাতা-পিতা বলে থাকেন যে সন্তানের শিক্ষা গর্ভ থেকেই শুরু হয়। তাদের সে সময় ভাল গান শোনালে শিশুরা গানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মা বাবা পড়লে, সেই শব্দগুলো তার কানের মধ্যে প্রবেশ করে ও তাকে আগামীকালের সুন্দর জীবনের আশ্বাস দেয়।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও দৃঢ় করবার জন্য আমাদের সামনে দু'টি বিরাট চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তার একটা হলো প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার একটা শক্তিশালী কাঠামো তৈরি হয়। সেই সঙ্গে নারী শিক্ষাকে শক্তিশালী করার জন্য পৃথক আয়োজন। কারণ নারী শিক্ষার মাধ্যমে সন্তান পায় ভাল জননী। অতএব আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার নারীদের জন্য একটা পৃথক আয়োজন প্রয়োজন। এখানেই ব্র্যাকের non-formal শিক্ষা ব্যবস্থায় মূল্য। তারা কিশোরীদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা নিয়েছে। কারণ তারা অত্যন্ত সচেতন যে, সমাজের কল্যাণের জন্য তাদের শিক্ষা দেয়া অপরিহার্য।

শিক্ষার আশ্চর্য রকম গুণ রয়েছে। একবার যদি তার নেশা ধরিয়ে দেয়া যায় তাহলে মানুষ তার প্রতি অসম্ভব আকৃষ্ট হয়ে ওঠে। এখানে আনবো মাসুদ নামে একটা কাজের ছেলের কথা। অল্প বয়সে তার দাদীর সঙ্গে ঢাকায় এসেছে। প্রথমে পড়ালেখার ব্যাপারে তার সম্পূর্ণ অনীহা ছিল। কিন্তু তার গৃহকর্ত্রী তাকে পড়ালেখার লাইনে নিয়ে এসেছেন। নীলক্ষেত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে মাসুদ মেধার পরিচয় দিয়েছে। বিনাদ্বিধায় বলা যায় যে মাসুদের শিক্ষা তার জীবনের মান বৃদ্ধি করবে। মাসুদ জীবনে কি সাফল্য অর্জন করবে, সে কথা বলা খুব কঠিন। যদি দেশের সমস্ত শিশু মাসুদের মতো শিক্ষা পায় তাহলে দেশের জীবনের মান বৃদ্ধি পাবে।

সারাংশ হিসেবে বলছি, সরকার যদি দায়িত্বশীল না হয়, তাহলে সার্বিকভাবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে না। বিরাট জঙ্গলে আগাছার মধ্যে কিছু সুন্দর ফুল ফুটবে, কিন্তু তার বেশি কিছু পাব না।